দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 10 FEB 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 5 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র
ঢাকা

79

—সংবাদ

হত্যা ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ৩ দিনব্যাপী কর্মসূচী

রোববার সারাদেশে ছাত্র ধর্মঘট বিক্ষোভ মিছিল

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশন)

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বলেছে, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন ছাত্রসমাজ গত বুধবারের নির্বাচনে স্বৈরাচার, সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তাদের গণরায় ঘোষণা করেছে। সংগ্রাম পরিষদ নির্বাচনের পর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সন্ত্রাস, ছাত্রীদের ওপর হামলা ও সংগ্রাম পরিষদের কর্মী কফিলউদ্দিনের হত্যার জন্য ছাত্রদলকে দায়ী করেছে এবং এসব ঘটনার প্রতিবাদে রোববার দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটসহ তিন দিনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন এবং পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ডাকসুর নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর। ডাকসুর নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মুশতাক হোসেনসহ অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সংগ্রাম পরিষদের বক্তব্যে

(শেষ পৃ: ৪-এর ক: দ্র:)

রোববার বিক্ষোভ মিছিল

(১ম পাতার পর)

বলা হয় যে, ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচনের ফলাফলে সারাদেশে ছাত্র সমাজসহ দেশবাসীর মনে বিরাট উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

সংগ্রাম পরিষদ অভিযোগ করেছে যে, নির্বাচনে নিশ্চিত ভরাডুবি জেনে বুধবার রাতেই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ব্যানারে মুখচেনা একটি বিশেষ মহল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সন্ত্রাসী তাণ্ডব শুরু করে ও সংগ্রাম পরিষদের কর্মীদের ওপর চড়াও হয়। গতকাল সকালে কলাভবন প্রাঙ্গণে সংগ্রাম পরিষদের মিছিলে হামলা চালানো হয় এবং ডাকসু'র নব-নির্বাচিত সহ-সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দোজা লাঞ্ছিত হন। সকাল পৌনে ১১টায় রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের মিছিলে ন্যক্কারজনকভাবে হামলা করা হয়। এই হামলায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত ছাত্রদলের কর্মীরা নেতৃত্ব দেয়। ছাত্রীদের এরা নির্মমভাবে প্রহার করে এবং রোকেয়া হল সংসদের নবনির্বাচিত সহ-সভানেত্রী গুলশান মাহমুদসহ বেশ কয়েকজন আহত হন। পরবর্তীতে সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা পুলিশের উপস্থিতিতেই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি ও নির্বিচারে গুলীবর্ষণ করে। এক পর্যায়ে ছাত্রদলের সশস্ত্র ব্যক্তিরা সংগ্রাম পরিষদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে হামলা করলে সংগ্রাম পরিষদের কর্মী কফিলউদ্দিন গুলীবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

সংগ্রাম পরিষদ অভিযোগ করেছে যে, পুলিশের সামনেই প্রকাশ্য দিবালোকে এম্বুলেন্সে করে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অস্ত্রশস্ত্র আনা হয়েছে। গোটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় চরম নৈরাজ্যকর ও নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাসের সাথে জড়িত দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রশাসন, পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানিয়েছে।

সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগামী রোববার ঢাকাসহ সারাদেশে ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। আজ শুক্রবার বাদ জুমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে শহীদ কফিলউদ্দিনের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল শনিবার কালোব্যাজ ধারণ, কালো পতাকা উত্তোলন ও শোকমিছিলের কর্মসূচী রয়েছে।